## একশো দিনের প্রকল্প

# সুবিধা পাচ্ছে পরিযায়ী শ্রমিকদের পরিবার

**ময়নাগুড়ি, ২২ জুন :** ময়নাগুড়ি ব্লকের চূড়াভাণ্ডার গ্রাম পঞ্চায়েতে একশো দিনের প্রকল্পের কাজ পাচ্ছেন ভিনরাজ্য ফেরত এবং ভিনরাজ্যে আটকে পড়া শ্রমিকের পরিবারগুলি। স্থানীয় পঞ্চায়েত সূত্রে জানানো হয়, লকডাউনের জন্য অসহায় পরিবারগুলিকে এই প্রকল্পের কাজে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। এছাড়াও লকডাউনে অন্যান্য পেশায় যুক্ত কর্মহীন হয়ে পড়া মানুষের পরিবারের সদস্যদেরও এই প্রকল্পের সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। ভাঙ্গারহাট-১ বুথের পঞ্চায়েত সদস্য শিবেশ্বর রায় বলেন, 'আমার বুথে এখনও ১৩০টি পরিবার একশো দিনের প্রকল্পের কাজ করছে। তাদের মধ্যে বিশেষ করে ভিনরাজ্যে আটকে পড়া শ্রমিক পরিবারগুলিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।'

চূড়াভাণ্ডার গ্রাম পঞ্চায়েত সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই গ্রাম পঞ্চায়েতে ২৩টি বুথে ৫,২০০টি জব কার্ড রয়েছে। তার মধ্যে লকডাউনে ১২ জন পঞ্চায়েত সদস্য তাঁদের বুথগুলিতে একশো দিনের প্রকল্পের কাজ নিয়েছেন। এতে ২,৪০০ জব কার্ডধারী পরিবারকে কাজ দেওয়া সম্ভব হয়েছে। লকডাউনে চূড়াভাণ্ডারের ৭৮০ জন শ্রমিক ভিনরাজ্যে আটকে পড়েছেন। তাঁদের মধ্যে অধিকাংশ শ্রমিক এখনও বাড়ি ফেরেননি। তাঁদের পরিবারগুলি সমস্যায় আছে। আবার যাঁরা বাড়ি ফিরেছেন তাঁরাও কোয়ারান্টিনে থাকার কারণে সমস্যায় পড়েছেন। তাঁদের কথা মাথায় রেখে যেসব বুথে একশো দিনের প্রকল্পের কাজ শুরু করা সম্ভব হয়েছে সেখানে ওই শ্রমিক পরিবারগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। তবে যেসব বুথে লকডাউন পরিস্থিতিতে এই প্রকল্পের কাজ করানো সম্ভব হয়নি সেই বুথগুলির জন্যও কাজ বরাদ্দ আছে। সেই বুথগুলিও কাজের দাবি করলে কাজ পাবে। একশো দিনের প্রকল্পের আটকে থাকা কাজগুলি করার জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ থেকে গ্রাম পঞ্চায়েতের উপর চাপ রয়েছে। কিন্তু কিছু বুথে বৃষ্টি, কাজের জায়গার অভাব সহ বিভিন্ন কারণে কাজগুলো করানো সম্ভব হচ্ছে না। ভাঙ্গারহাট-১ বুথের একশো দিনের কাজের উপভোক্তা নীরেন রায় বলেন, 'লকডাউনে আমার ছেলে কেরলে আটকে পড়েছে। একশো দিনের কাজ পেয়েছি। কাজের টাকা পেলে খুবই উপকৃত হব।' ভাঙ্গারহাট-২ বুথের পঞ্চায়েত সদস্য নরেশচন্দ্র রায় বলেন, 'একদিকে বর্ষা, অপরদিকে বিরোধীদের সঙ্গে কাজ নিয়ে মতানৈক্যের জেরে কাজ করানো সম্ভব হচ্ছে না। এখনও বুথে তিনটি কাজ বরাদ্দ হয়ে আছে। প্রধান আমাকে কাজ করা নিয়ে পূর্ণ স্বাধীনতা দিলে তবে কাজ করানো যেতে পারে।'

চূড়াভাণ্ডার গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান কাকলি বৈদ্য বলেন, 'লকডাউনে অনেক পরিবার, বিশেষ করে পরিযায়ী শ্রমিক পরিবারগুলি আর্থিক সমস্যায় পড়েছেন। তাঁদের কথা মাথায় রেখে আমরা একশো দিনের প্রকল্পের কাজে জোর দিচ্ছি। কয়েকটি বুথে কাজ হচ্ছে না। সেগুলিতেও দ্রুত কাজ শুরুর বিষয়ে ভাবছি।'

### প্রকল্পের হিসেব

- চূড়াভাণ্ডার গ্রাম পঞ্চায়েতে ২৩টি বুথে ৫,২০০টি জব কার্ড রয়েছে।
- লকডাউনে চূড়াভাণ্ডারের ৭৮০ জন শ্রমিক ভিনরাজ্যে আটকে পড়েছেন।
- লকডাউনে ১২ জন পঞ্চায়েত সদস্য তাঁদের বুথগুলিতে একশো দিনের প্রকল্পের কাজ নিয়েছেন।
- এতে ২,৪০০ জব কার্ডধারী পরিবারকে কাজ দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

*হসলুরডাঙ্গা পাঠাগার বুথে একশো দিনের কাজ চলছে। ছবি : জগন্নাথ রায়*